দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 03 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

মাধ্যমিক স্কুল বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব

সরকারের নানামুখী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ড্রপ-আউট বেড়ে গেছে বলে জানা যায়। এরই মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের খবর শোনা যাচ্ছে। গতকাল একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, আগামী শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীতে পাঠ্য বইয়ের মূল্য অন্ততঃ ৩০ ভাগ বাড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে সরকার। ইতিমধ্যে এনসিটিবি'র পক্ষ থেকে বইয়ের সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধির একটি তালিকাও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে সরকার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করলেও, এখন বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ড্রপ-আউট আরো বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষতঃ নিম্নবিত্ত ও সীমিত আয়ের পরিবারগুলো পাঠ্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এমনিতেই নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিম্নআয়ের মানুষদের জীবন-যাপন অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে; তার উপর পাঠ্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কাছে 'বোঝার উপর শাকের আঁটি' হয়ে দেখা দিতে পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় অতিকষ্টে সন্তানের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া অভিভাবকরা বছরের শুরুতেই একটি বাড়তি অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়তে বাধ্য হতে পারেন।

মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্য বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে বিগত ৫ বছরে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি এবং সরকারের ভর্তুকি বেড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাখাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষাখাতে সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। পাঠ্য বইয়ের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করতে না পারলে, নিম্নআয়ের শ্রমজীবী মানুষ পরিবারের ভরণ-পোষণের পাশাপাশি সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালানোর ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। সরকার প্রতিবছর কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে শত শত কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সহজ ও সচল রাখার প্রয়োজনে ভর্তুকির দায় বহন করতে হয়। শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠ্য বইয়ে সরকারের ভর্তুকি বেড়ে গেলে তা' বহন করার প্রস্তুতিও সরকারের থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেঁধে দেয়া সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে শিক্ষাখাতে সরকারের মনোযোগ আরো বৃদ্ধি করতে হবে। বিগত সময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ নিয়ে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নামে আমলা-এমপিদের বিদেশ সফর বাবদ লাখ লাখ টাকা খরচের কথাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্য বইয়ের প্রয়োজনীয় মান বৃদ্ধিতে সরকারের এসব পদক্ষেপ কতটা সুফল দিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। পাঠ্যপুস্তকের ভুলত্রুটি এবং অসঙ্গতি দূর করে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে পুস্তক পৌঁছানোর পদক্ষেপ এখনো অপর্যাপ্ত বলেই প্রতীয়মান হয়।

মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তকের মূল্য স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকের মান বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের পাঠ্যসূচীভুক্ত অবশ্য পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোতে সহপাঠ্য বই অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেন এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগও অতীতে কম শোনা যায়নি। শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশ এবং সৃজনশীলতার উৎকর্ষ সাধনে তাদের পাঠ্যসূচীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কোন বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ বা প্রধান শিক্ষক যাতে স্বজনপ্রীতি বা উৎকোচের বিনিময়ে নিম্নমানের সহপাঠ্য বই পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারেন, তার একটি কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমাগত একটি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নগরবাসী একদিকে নামী-দামী ও ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঝুঁকছেন, অন্যদিকে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করতে না পারায় মফঃস্বলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এই দ্বিমুখী প্রবণতা রোধ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। কাগজসহ শিক্ষা উপকরণে সরকারের ভর্তুকি অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নেই। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে এক লাফে ৩০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনা করেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সহজসাধ্য করতে নোট ও গাইড বইয়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে শিক্ষকদের কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।